সংবাদ

তারিখ 17. JAN 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

মাদ্রাসার বই নিয়ে সঙ্কট ॥ দু'বার তারিখ পরিবর্তনের পরও বাজারে আসেনি

রাশেদ মেহেদী ॥ মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল স্তরের বই নিয়ে বাজারে সংকট সৃষ্টি হয়েছে। দু'বার তারিখ পরিবর্তনের পরও ২৩টি বইয়ের একটিও বাজারে আসেনি। তবে বাংলাবাজার পরিদর্শন করে দেখা গেছে, আগাম দাম নিয়ে মেমো সরবরাহ করছেন দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতাদের। এসব বিক্রেতা অভিযোগ করেছেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত নোটবই ছাড়া বইয়ের কোন অর্ডার প্রকাশকরা নিচ্ছেন না। অত্যন্ত চড়া মূল্যে তারা পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে নোট বইয়ের অর্ডার দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে বাজারে বই না পাওয়া গেলেও মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মতিউর রহমান 'সংবাদ'কে জানিয়েছেন, বাজারে বই চলে গেছে, বাকি দু'

সংকট ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৩

সংকট ঃ বই নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

একটি বই আগামী শনিবার পৌঁছে যাবে। অন্যদিকে বোর্ডের বইয়ে নিম্নমানের কাগজ ব্যবহারেরও তথ্য পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, এ বছর নিয়মবহির্ভূতভাবে ২০০১ সালের টেন্ডারের মাধ্যমে মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল স্তরের ২৬ লাখ বই ছাপার জন্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রকাশককে কার্যাদেশ দেয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হলেও মাদ্রাসা বোর্ড কোন পদক্ষেপ নেয়নি।

জানা গেছে, মুষ্টিমেয় এসব প্রকাশক নিজেদের বাড়তি লাভের জন্য কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই মাদ্রাসা বোর্ড বেঁধে দেয়া তারিখে বই বাজারজাত করেনি। এ বছর ২রা জানুয়ারি এসব বই বাজারজাত করার ঘোষণা দিয়েছিল মাদ্রাসা বোর্ড। কিন্তু এ সময় মুদ্রণকাজ শেষ না হওয়ায় ১৪ই জানুয়ারি বই বাজারজাত করার তারিখ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বৃহস্পতিবার বাংলাবাজারে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, দাখিল স্তরের ২৩টি বইয়ের কোন বই-ই বাজারে নেই। তবে পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতারা জানান, প্রকাশকরা বইয়ের আগাম অর্ডার নিয়ে মেমো দিচ্ছেন। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে অর্ডার দিতে বাধ্য করেছেন নিষিদ্ধ ঘোষিত নোটবইয়ের। ভুক্তভোগী বিক্রেতারা জানান, পাঠ্যবই প্রতিফর্মার ছাপার দর ৬০ পয়সা, অথচ নোটবইয়ের প্রতিফর্মা ছাপার দর ৫ টাকা হারে ধরে মূল্য নেয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ গেজেট অনুযায়ী (১৯৮০ সালের ১২ নং আইন) এবং দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী নোটবই, গাইডবই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বিক্রেতারা বলেন, প্রকাশকদের দুর্নীতির কারণে ছাত্রছাত্রীরাও নোটবই কিনতে বাধ্য হবে, নোটবই ছাড়া পাঠ্যপুস্তক বিক্রি সম্ভব হবে না।

এদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, প্রতিবছরের মতো এবারও অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজে পাঠ্যপুস্তক ছাপা হয়েছে। বোর্ড কাগজের ব্যাপারে যে শর্ত দিয়েছিল, তা একেবারেই রক্ষা করেনি প্রকাশকরা। সূত্র জানায়, বোর্ডের শর্ত অনুযায়ী দেশী সাদা কাগজ ৫৩ জিএসএম এবং বিদেশী হলে ৪৮ জিএসএম পরিমাপের কাগজ ব্যবহারের কথা; কিন্তু বাস্তবে ব্যবহার করা হয়েছে নিউজপ্রিন্টের চেয়েও নিম্নমানের কাগজ। সূত্র জানায়, কাগজ ব্যবহারের এ অনিয়ম প্রতিবছর হচ্ছে, প্রতিবারই পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হয়; কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়নি।

এদিকে মাদ্রাসা বোর্ড সূত্র ও বাংলাবাজারের বেশ কিছু ব্যবসায়ী জানান, মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল স্তরের বইয়ের সংকট হতে পারে। তারা জানান, দাখিল স্তরে মাত্র ২৬ লাখ বই ছাপা হচ্ছে। এই বইয়ের সংখ্যা এ স্তরের মোট ছাত্রছাত্রীর প্রায় অর্ধেক। বই পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা না নিলে সংকট সৃষ্টি হতেই পারে। মাদ্রাসা বোর্ড সূত্র আরও জানায়, এ বছর এবতেদায়ি স্তরে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য বই ছাপা হয়েছে ১ কোটি ২৫ লাখ। আরও ৬০ লাখ বই পুনর্মুদ্রণের প্রস্তুতি রয়েছে। বাংলাবাজারের ব্যবসায়ীরা বলেন, প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রকাশক মাদ্রাসা বোর্ডের এবতেদায়ি স্তরের বই ছাপার দায়িত্ব পাওয়ার কারণে বাজার মূলত একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। এই গোষ্ঠী ব্যবসায়িক লাভের স্বার্থে কৃত্রিম সংকটের মাধ্যমে চড়া দামে বই বিক্রির সুযোগ নিতেই পারে এবং বাস্তবে দু'বার তারিখ পরিবর্তনের পরও বই বাজারে না আসার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একজন ব্যবসায়ী জানান, প্রভাবশালী এক প্রকাশকের নোটবই ছাপার কাজের জন্য মাদ্রাসা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তক বাজারে আসতে বিলম্ব হচ্ছে। উল্লেখ্য, এ বছর পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমিক স্তরের বই ছাপার দায়িত্ব পালন করে ২শ' ৭৮টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল স্তরের বই ছাপার দায়িত্ব পায় প্রায় ৩০টি প্রতিষ্ঠান। ইতোমধ্যে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মাধ্যমিক স্তরের বই বাজারজাত করা হয়েছে।

এসব ব্যাপারে জানতে চাইলে মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মতিউর রহমান বলেন, বই বাজারে অলরেডি চলে গেছে। বাজারে বই নেই এটি ঠিক নয়। দু'তিনটি বাকি আছে, এগুলো শনিবার চলে যাবে। বই পর্যাপ্ত পরিমাণে ছাপা হয়েছে কিনা এবং বোর্ডের শর্ত অনুযায়ী মানসম্পন্ন কাগজে বই ছাপা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমি নতুন দায়িত্ব নিয়েছি, এ কারণে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য দিতে পারছি না। তবে আমার বিশ্বাস সঠিক নিয়মেই সবকিছু হয়েছে।